গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mochta.gov.bd

বিষয়: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প ও উন্নয়ন সহায়তার আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/স্কিমের বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম, সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
সময় : বেলা: ১১:০০ টা
সভার স্থান : সভাকক্ষ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'

চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত সকল প্রকল্প ও ৩টি উন্নয়ন সহায়তা এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন স্কিমসমূহের ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব অংসুই প্রু চৌধুরী এর পিতা জনাব কংজপ্রু চৌধুরী গত ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ বিকাল ৪.৩৫ টায় কাউখালী, বেতবুনিয়ায় তার নিজ বাসভবন মৃত্যুবরণ করায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে শোকপ্রকাশ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে লিখিত একটি শোক প্রস্তাব প্রকাশের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। মাননীয় মন্ত্রীর স্বাগত বক্তব্যের পর বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পর্যটন বিষয়ে প্রস্তুতকৃত 'Discover Bandarban-2022' শীর্ষক পুস্তিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী ও সভাপতি বইটি সকলের সামনে মোড়ক উন্মোচন করেন এবং এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) কে আহ্বান জানান। সে পরিপ্রেক্ষিতে সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) সভায় কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

এ পর্যায়ে সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিতভাবে বিস্তারিত আলোচনা হয়:

৩। **আলোচ্যসূচি (ক):** গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও নিশ্চিতকরণ এবং গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

সভায় ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় তা নিশ্চিত করা হয়।

১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত এবং তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২
সংস্থা হতে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা প্রেরণ সংক্রান্ত : সংস্থা হতে যে কোন ধরণের প্রস্তাবনা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।
রাস্তার পরিচিতি কোড নম্বর প্রদান সংক্রান্ত: রাস্তার কোড নির্ধারণ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সভাকে অবহিত করেন যে, অতি শীঘ্রই কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আগামীতে সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি লিখিতভাবে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২
<u>তিন পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ সংক্রান্ত :</u> পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় ছোট আকারের ০৩টি কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের লক্ষ্যে পাইলটভিত্তিতে একটি প্রকল্প/স্কিম গ্রহণের লক্ষ্যে সম্ভব্যতা যাচাইপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান সভাকে অবহিত করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় ছোট আকারের ০৩টি কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের লক্ষ্যে পাইলট ভিত্তিতে একটি প্রকল্প/স্কিম গ্রহণের লক্ষ্যে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে সমতল অঞ্চলে স্থাপিত কোন কোল্ড স্টোরেজ ভিজিট করা সম্ভব হয়নি। তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই রাজশাহীতে স্থাপিত কোল্ড স্টোরেজ ভিজিট করে আগামী সভার পুর্বেই একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাপতি বলেন যে, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
<u>"পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান" প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত :</u> ক) গত ০৭/১১/২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ ডিপিপিতে যথাযথভাবে প্রতিফলন করতে হবে।	ক) সভাকে জানানো হয় যে, ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে। ডিপিপিটি পর্যালোচনাপূর্বক দ্রুততম সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, চলমান প্রকল্পটি সমাপ্তির শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এই প্রকল্পটি চালু রাখার লক্ষ্যে নতুন পর্যায় গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাই চলমান প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের পূর্বে ভালভাবে যাচাই-বাছাই করে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। একই সাথে তিনি আরো অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পাড়াকেন্দ্র না বাড়িয়ে বর্তমানে যে সকল পাড়াকেন্দ্র রয়েছে তা কিভাবে স্থায়ী অবকাঠামোতে রূপ দেওয়া যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। সকল পাড়াকেন্দ্র রাখা প্রয়োজন কিনা তার একটি সার্ভে করা প্রয়োজন এবং জরাজীর্ণ পাড়াকেন্দ্রসমূহ দ্রুত মেরামত করে তা ব্যবহার উপযোগী করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী নির্দেশনা প্রদান করেন।
খ) UNICEF এর নিকট হতে অর্থায়নের বিষয়ে লিখিত সম্মতি গ্রহণ পূর্বক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (২য় পর্যায়)'শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি আগামী ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	খ) UNICEF এর অর্থায়নের বিষয়ে সম্মতিপত্র পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সংযোজন করা হয়েছে।
<u>এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পিসিআর দাখিল সংক্রান্ত :</u> ৩০ জুন, ২০২২ এ সমাপ্তকৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১টি প্রকল্পের পিসিআর আগামী ৩০ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ১টি প্রকল্পের পিসিআর এখনো মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। তবে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে জানানো হয় যে, পিসিআর তৈরির কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসের মধ্যে পিসিআর মন্ত্রণালয়ে

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২
	দাখিল করা হবে। সভাপতি বলেন যে, প্রকল্প পরিচালক যেহেতু প্রশিক্ষণে রয়েছেন তাই তাঁর সাথে যোগাযোগ করে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ এর মধ্যে পিসিআর দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
<u>ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি:</u> আগামী ৩০ জানুয়ারি, ২০২৩ এর মধ্যে সকল সংস্থা তাদের প্রস্তুতকৃত ভিডিও ডকুমেন্টারি (মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে একটি এবং অন্যান্য বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক জেলা পরিষদ এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে একটি) মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। সকল সংস্থার নিকট হতে ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রাপ্তির পর তা দেখার জন্য একটি সভা আহ্বান করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ভিডিও ডকুমেন্টারি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত ডকুমেন্টারি প্রদর্শনের জন্য গত ০৭/০২/২০২৩ তারিখ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সকল সংস্থার ভিডিও ডকুমেন্টারিসমূহ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা এবং স্ব স্ব সংস্থার প্রতিনিধিসহ দেখা হয় এবং কিছু পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ দেয়া হয়। পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধনান্তে ৩০ মার্চ, ২০২৩ তারিখের মধ্যে (মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে একটি এবং অন্যান্য বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক জেলা পরিষদ এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে একটি) পুনরায় ভিডিও ডকুমেন্টারি দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, তিন পার্বত্য এলাকায় বহু সুন্দর পর্যটন স্থান, স্থানীয়দের তৈরি বিভিন্ন কুটির ও হস্তশিল্প রয়েছে এবং তাদের উৎপাদিত ফলমূল, মসলা, সবজি এবং প্রতিটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে সেগুলোকে এই ভিডিও ডকুমেন্টারিতে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে।
<u>পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় মিশ্র ফল চাষ এবং মসলা চাষ প্রকল্প সংক্রান্ত :</u> পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় মিশ্র ফল চাষ এবং মসলা চাষ প্রকল্পের আওতায় যে সকল গাছ রোপন করা হয়েছিল সেগুলি বর্তমানে কী অবস্থায় আছে তিন পার্বত্য জেলার জন্য আলাদা কমিটি গঠনপূর্বক তার একটি প্রতিবেদন আগামী ৩০ জানুয়ারি, ২০২৩ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	৩০ জানুয়ারি, ২০২৩ এর মধ্যে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশনা ছিল। তবে কোন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য, পরিকল্পনা সভাকে জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হতে তাঁর নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী ইতোমধ্যে বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলার বেশ কিছু বাগান সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। তিনি আগামী ১০ মার্চ ২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন প্রেরণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাপতির জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে সদস্য-পরিকল্পনা জানান যে, কোন বাগানেই শতভাগ গাছ জীবিত নেই। মাননীয় মন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মসলা বাগান যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তাই আগামীতে স্বল্প পরিসরে থানছি-রেমাক্রির মত তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে মসলা বাগান সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২
'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত : 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প কার্যক্রম এর গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আগামী সভার পূর্বেই একটি সভা আহবান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান এর অভিপ্রায় অনুযায়ী ছোট সভাকক্ষ স্থাপনের বিষয়টি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন হলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সভাকে জানানো হয় যে, এ সংক্রান্ত কোন প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এর কোন প্রতিনিধি না থাকায় গণপূর্ত বিভাগ, রাঙ্গামাটি এর প্রতিনিধি জানান যে, টেন্ডার প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়টি বর্তমানে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, নতুন কোন নকশা তৈরির প্রস্তাবনা প্রকল্প পরিচালক এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নিকট হতে পাননি। সভাপতি বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এর কোন চাহিদা থাকলে তা আগামী সভার পূর্বে এ বিষয়ে লিখিত প্রস্তাবনা এবং সর্বশেষ সম্পাদিত কার্যক্রমের একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। অন্যথায় অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।
বিবিধ : ক) চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমাপ্তযোগ্য ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্পের ক্যাটাগরি 'বি' হতে 'এ' করার জন্য অর্থ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমাপ্তযোগ্য ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্পের ক্যাটাগরি 'বি' হতে 'এ' করার জন্য অর্থ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।
খ) শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রদর্শনী কেন্দ্র এবং অন্যান্য স্যুভেনির শপগুলো কিভাবে পরিচালনা করা যায় এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ এর নিকট হতে প্রস্তাব আহবান করা হবে। আগামী সভায় প্রদর্শনীকেন্দ্র ও স্যুভেনির শপগুলোতে কী ধরণের পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন করা হবে সে বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন করতে হবে।	শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐহিত্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রে বেশ কয়েকটি প্রদর্শনীকেন্দ্র এবং স্যুভেনির শপ রয়েছে। এগুলোর Infrastructure এর সাথে মিলিয়ে decoration করতে হবে। স্যুভেনির শপগুলোকে কিভাবে বরাদ্দ এবং কোন্ আইটেম এর জন্য কোন্ কক্ষ প্রদান করা হবে এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান এর সাথে আলোচনা করে অত্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (সমন্বয়) (শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐহিত্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রে অফিস পরিচালনা দায়িত্বে নিয়োজিত) একটি লিখিত প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।

০৪। **আলোচ্যসূচি (খ):** ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড-২২১০০০৯০০), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (২২১০০১১০০) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (২২১০০১০০০) এর আওতায় গৃহীত র্কাযক্রমের ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা:

সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, চলতি অর্থ বছরের বাজেটে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয় ৯৩২.১৮ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে ১৬টি অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৪০০.০৯ কোটি টাকা (জিওবি-৩৭৮.৯৬ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য-২১.১৩ কোটি), তিনটি উন্নয়ন সহায়তার অনুকূলে মোট বরাদ্দ

৪৬০.০০ কোটি টাকা এবং অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের জন্য থোক বরাদ্দ বাবদ ৭২.০৯ কোটি টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩১ জানুয়ারি, ২০২৩ মাস পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি ২৪.১৪% (২৫% বরাদ্দ সংরক্ষণের পর অগ্রগতি ২৯.৮১%) এবং পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ে এ অগ্রগতি ছিল ৩৩.৩১%। তিনি আরো জানান যে, মন্ত্রণালয়ের ১৬টি এডিপিভুক্ত প্রকল্প (৪টি এ ক্যাটাগরি ও ১২টি বি ক্যাটাগরি) ও ৩টি উন্নয়ন সহায়তা (বি ক্যাটাগরি) ও ১টি অনুমোদিত প্রকল্পের থোক বরাদ্দের মূল বরাদ্দের উপর ব্যয়ের শতকরা হার নির্ধারিত হওয়ায় অগ্রগতি কম। বাস্তবিক পক্ষে অর্থ বিভাগ হতে প্রকল্প সমূহের ক্যাটাগরি ভাগ থাকায় অর্থ ছাড় ও ব্যয় এর ক্ষেত্রে ২৫% অর্থ কম ছাড় ও ব্যয় করা হচ্ছে। এছাড়া ৩য় কোয়ার্টারের অর্ধেক সময় অতিবাহিত হলেও ১০টি প্রকল্পের ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) অভিমত ব্যক্ত করেন যে, অর্থবছরের সাত মাস অতিক্রান্ত হলেও অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। তাই কিস্তি ছাড়ের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে এবং সমাপ্তযোগ্য প্রকল্পের কার্যক্রমে অগ্রগতি বোগান করতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী ও সভাপতি এ বিষয়ে সহমত প্রকাশ করেন। সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) জানান যে, জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত জাতীয় অগ্রগতি পরিকল্পনা কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়নি। তবে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি ২৩.৫৩% দেখানো হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী নির্দেশনা প্রদান করেন যে, কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে। সভায় প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করা হয় এবং প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পের অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা সভায় উপস্থাপন করেন।

৫। <u>বিবিধ :</u>

ক) মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, সরকারের উন্নয়ন সহায়তা হতে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। একই সাথে তাদের নিজস্ব আয় হতেও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মন্ত্রণালয়ের বাজেট হতে যে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয় তা সরকারের নিকট হিসাব থাকলেও জেলা পরিষদের নিজস্ব আয় হতে কী ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হয় এবং আয়ের হিসাব সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হয়না। আগামী অর্থবছর হতে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদদের নিজস্ব আয় (আয়ের খাতসহ) এবং ব্যয় (উন্নয়ন কর্মকান্ডের তালিকাসহ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। সভাপতি এ বিষয়ে বলেন যে, অর্থ বিভাগের পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ীও সরকারের বাজেটকে ২টি ভাবে ভাগ করা হয় একটি হচ্ছে প্রাপ্তি বা আয় বিবরণী অপরটি হচ্ছে ব্যয় বিবরণী। পার্বত্য জেলা পরিষদের ব্যয় বিবরণী অনুযায়ী সরকারের নিকট বরাদ্দ চাওয়া হয়। তবে প্রাপ্তি বা আয় বিবরণী সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়না। আগামীতে এই প্রাপ্তি বা আয় বিবরণী প্রেরণের বিষয়ে অর্থ বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে।

খ) মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, পার্বত্য এলাকায় প্রতিনিয়ত বন উজাড় হচ্ছে তবে সে অনুযায়ী বনায়ন করা হচ্ছে না। বনবিভাগ নিয়মিত বৃক্ষ রোপণ করছে তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আগামী অর্থবছর হতে পাহাড়ে বনায়ন বৃদ্ধির (বনজ, ফলজ) লক্ষ্যে প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ করতে হবে। ফলজ বৃক্ষ রোপনের ক্ষেত্রে দামী ফল (ড্রাগন, রামবুটান, বারি আম-৪ সহ অন্যান্য উন্নত জাতের ফল গাছ) গাছ রোপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি এর চেয়ারম্যান জানান যে, পার্বত্য এলাকায় ব্যাপকভাবে VCF (Village Common Forest) সৃষ্টি করতে হবে । এতে পাহাড়ে পানীয় জলের সমস্যাসহ বিভিন্ন বৃক্ষ, প্রাণী রক্ষা করা সম্ভব হবে। এই VCF এর ফলে পাড়ার লোকজন আর্থিকভাবে সাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। এ বিষয়ে ইউএনডিপি এর প্রতিনিধি জানান যে, তিন পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত স্থানীয়দের সহযোগীতায় VCF সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউএনডিপি প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে । পানীয় জলের ধারা অব্যাহত রাখতে পাড়ায় এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ায় বর্তমানে VCF বিষয়ে স্থানীয়দের আগ্রহ বাড়ছে।

গ) সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের কোন কর্মকর্তাকে নতুন কর্মস্থলে বদলি/পদায়ন করা হলে নতুন কর্মকর্তা পদায়নের পূর্বে অবমুক্ত না করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। একই সাথে নতুন কর্মস্থলে যোগদানের লক্ষ্যে অবমুক্ত করার সময়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখারও নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি সভাকে জানান যে, মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠেয় সভার নোটিশে কর্মকর্তা অংশগ্রহণ/প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে কোন সংস্থা হতে কোন প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ না করলেও তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়না, যা অনভিপ্রেত । ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় আমন্ত্রিত সকলকে অংশগ্রহণ করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং অপারগ হলে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার অনুরোধ করেন। মাননীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে সহমত প্রকাশ করেন।

ঘ) মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, আগামী অর্থবছর হতে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ বিভিন্ন সেক্টরের আওতায় নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এখন থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করবে। পাহাড়ে গাভী বিতরণ, পানীয় জলের সংকট নিরসনসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করবে।

০৬। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩
৬.১	<u>শোক প্রস্তাব :</u> পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব অংসুইপ্রু চৌধুরী এর পিতা জনাব কংজপ্রু চৌধুরী গত ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ বিকাল ৪.৩৫ টায় কাউখালী, বেতবুনিয়ায় তার নিজ বাসভবন মৃত্যুবরণ করায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে শোকপ্রকাশ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে লিখিত একটি শোক প্রস্তাব তৈরির নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	উপসচিব (প্রশাসন-১)
৬.২	<u>তিন পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ সংক্রান্ত :</u> পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় ছোট আকারের ০৩টি কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের লক্ষ্যে পাইলট ভিত্তিতে একটি প্রকল্প/স্কিম গ্রহণের লক্ষ্যে সম্ভব্যতা যাচাইপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৬.৩	<u>"পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান" প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত :</u> 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (২য় পর্যায়)'শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি যথাযথভাবে যাচাই করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-২)
৬.৪	<u>এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পিসিআর দাখিল সংক্রান্ত :</u> ৩০ জুন, ২০২২ এ সমাপ্তকৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১টি প্রকল্পের পিসিআর আগামী ৩০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) ও প্রকল্প পরিচালক, ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৬.৫	<u>ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি:</u> গত ০৭/০২/২০২৩ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধন করে আগামী ৩০ মার্চ ২০২৩ এর মধ্যে সকল সংস্থা প্রস্তুতকৃত ভিডিও ডকুমেন্টারি (মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে একটি এবং অন্যান্য বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক জেলা পরিষদ এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে একটি) মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। সকল সংস্থার নিকট হতে ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রাপ্তির পর পুনরায় তা দেখার জন্য একটি সভা আহ্বান করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি/ সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন)
৬.৬	<u>পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় মিশ্র ফল চাষ এবং মসলা চাষ প্রকল্প সংক্রান্ত :</u> পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় মিশ্র ফল চাষ এবং মসলা চাষ প্রকল্পের আওতায় যে সকল গাছ রোপন করা হয়েছিল সেগুলি বর্তমানে কী অবস্থায় আছে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। আগামীতে স্বল্প পরিসরে থানছি-রেমাক্রির মত তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে মসলা বাগান সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি
৬.৭	'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প কার্যক্রম <u>সংক্রান্ত :</u> 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প কার্যক্রম এর গতি বৃদ্ধির গৃহীত কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি এবং ডিপিপি সংশোধনের বিষয়ে কোন প্রস্তাবনা থাকলে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ লিখিতভাবে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ এর মধ্যে মন্ত্রণায়ে দাখিল করবে।	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) ও প্রকল্প পরিচালক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩
৬.৮	<u>প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি :</u> প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বেগবান করার জন্য নির্ধারিত সময়ে অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব দাখিলপূর্বক অর্থ ছাড় করে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। সমাপ্তযোগ্য প্রকল্পের কার্যক্রম আরও বেগবান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সকল) ও যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৬.৯	<u>বিবিধ :</u> ক) শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রে বেশ কয়েকটি প্রদর্শনীকেন্দ্র এবং অন্যান্য স্যুভেনিরশপ রয়েছে। স্যুভেনির শপগুলোকে কিভাবে বরাদ্দ এবং কোন আইটেম এর জন্য কোন কক্ষ প্রদান করা হবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে আলোচনা করে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (সমন্বয়) (শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রে অফিস পরিচালনা দায়িত্বে নিয়োজিত) একটি লিখিত প্রস্তাবনা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।	ক) যুগ্মসচিব (সমন্বয়) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
	খ) পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আগামী অর্থবছর হতে পাহাড়ে বনায়ন বৃদ্ধির (বনজ, ফলজ) লক্ষ্যে প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ করবে। ফলজ বৃক্ষ রোপনের ক্ষেত্রে দামী ফল (ড্রাগন, রামবুটান, বারি আম-৪ সহ অন্যান্য উন্নত জাতের ফল গাছ) গাছ রোপনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
	গ) আগামী অর্থবছর হতে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নিজস্ব আয় (আয়ের খাতসহ) এবং ব্যয়ের (উন্নয়ন কর্মকান্ডের তালিকাসহ) হিসাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	গ) রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
	ঘ) পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের কোন কর্মকর্তাকে নতুন কর্মস্থলে বদলী/পদায়ন করা হলে নতুন কর্মকর্তা পদায়নের পূর্বে তাঁকে অবমুক্ত করা যাবে না।	ঘ) রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
	ঙ) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সংস্থাসমূহের আমন্ত্রিত কর্মকর্তাকে আবশ্যিকভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত সভায় অনুপস্থিত থাকা যাবেনা।	ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
	চ) সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি লিখিতভাবে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	চ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
	ছ) আগামী অর্থবছর হতে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ বিভিন্ন সেক্টরের আওতায় নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এখন থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করবে। পাহাড়ে গাভী বিতরণ, পানীয় জলের সংকট নিরসনসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করবে।	ছ) রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
	জ) VCF (Village Common Forest) সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউএনডিপি এর পাশাপাশি পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহও নিয়মিত কাজ করবে।	জ) ইউএনডিপি/ রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৭। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০১/০৩/২০২৩
(মোসাম্মৎ হামিদা বেগম)
সচিব

নম্বর- ২৯.০০.০০০০.২২৫.০৬.০০৭.২৩-৪৯

তারিখ ঃ ১৭ ফাল্গুন ১৪২৯ / ০২ মার্চ ২০২৩

<u>বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ</u>

১. চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি
২. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃ:আঃ পরিচালক-১২)

৩. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ উপসচিব, বাজেট-১৮)
৪. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
৫. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
৬. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
৭. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
৮. সদস্য, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
৯. সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
১০. চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
১১. চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান
১২. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, 'স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগং হিল ট্রাক্টস' শীর্ষক প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩. ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
১৪. যুগ্মসচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৬. মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি /খাগড়াছড়ি/বান্দরবান
১৭. প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ(বিশেষ সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প ও যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা
১৮. প্রকল্প পরিচালক, 'খাগড়াছড়ি জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ ও পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি
১৯. প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য (পরিকল্পনা-১), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
২০. প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (১ম সংশোধিত) ' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য (প্রশাসন), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
২১. প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য (প্রশাসন), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
২২. প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য (বাস্তবায়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
২৩. প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদার করণ' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য (বাস্তবায়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
২৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৫. উপসচিব (প্রশাসন-১/পরিকল্পনা-১), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৬. প্রকল্প পরিচালক, 'Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT) ' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি
২৭. সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
২৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
৩০. প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার পল্লী অবকাঠামো নির্মান' শীর্ষক প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান
৩১. প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান
৩২. প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাই খালী খালের উপর একটি ব্রীজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান
৩৪. প্রকল্প পরিচালক 'খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছাড়ি

৩৫. প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি

৩৬. প্রকল্প পরিচালক, 'রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি

৩৭. ন্যাশনাল প্রজেক্ট ম্যানেজার, 'স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগং হিল ট্রাক্টস" শীর্ষক প্রকল্প, আইডিবি ভবন আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

৩৮. সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২/৬/২০২৩

(মুন্না রাণী বিশ্বাস)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ২২৩৩৫৭১১৮
ই-মেইল : dsdev@mochta.gov.bd